জামায়াতের সঙ্গে জোট, তবে আকিদার প্রশ্নে আপস নয়: এমপি হানজালা



এমপি হানজালা। ছবি: সংগৃহীত

জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে রাজনৈতিক জোট থাকলেও আকিদার প্রশ্নে কোনো আপস করবেন না বলে জানিয়েছেন মাদারীপুর-১ (শিবচর) আসনের সংসদ সদস্য পীরজাদা সাইদ উদ্দিন আহমাদ হানজালা। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১১ দলীয় জোটে জামায়াতের সঙ্গে থাকলেও রাজনৈতিক সমঝোতা ও আকিদার বিষয় এক নয়। আকিদাগত কোনো বিষয়ে সমস্যা থাকলে তা সমর্থনের সুযোগ নেই।

সম্প্রতি এশিয়া পোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান, জামায়াতের সঙ্গে জোট, সংসদে ভূমিকা এবং শিবচরের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেন তিনি। সাক্ষাৎকারটি নেন রায়হান রাশেদ।

জামায়াতের সঙ্গে জোটে থাকা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে হানজালা বলেন, আমার দল ১১ দলীয় জোটে রয়েছে। আমি জামায়াতের কেউ নই। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জায়গা আলাদা, আর আকিদার বিষয় আলাদা। কওমি ধারায় বেড়ে ওঠা ও পড়াশোনা করা এই সংসদ সদস্য বলেন, আকিদার প্রশ্নে আমরা আপসহীন। জামায়াতের আকিদায় কোনো সমস্যা থাকলে দেশের আলেমরা সে বিষয়ে কথা বলবেন, তবে আকিদা বিসর্জন দিয়ে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা নেই।

নির্বাচনের আগে ইসলামপন্থি দলগুলোর জোট গঠন ও পরবর্তী সময়ে কয়েকটি দলের সরে যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের জোটে থাকা দলের সিদ্ধান্ত। অন্য দলগুলো কেন জোট ছেড়েছে বা অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেটি তাদের নিজস্ব বিষয়। তিনি মানুষের জন্য কাজ করতে চান।

প্রথমবার নির্বাচনে অংশ নিয়ে অল্প সময়ের প্রচারণায় বিজয়ী হওয়ার পেছনে পূর্বপুরুষ হাজি শরীয়তুল্লাহর পরিচয় ও স্থানীয় মানুষের আস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন হানজালা। মাত্র ২০ দিনেরও কম সময় প্রচারের সুযোগ পেয়েছিলেন বলে দাবি করেন। নিজে সব মানুষের কাছে পৌঁছাতে না পারলেও তরুণেরা আমার হয়ে প্রচারণা চালিয়েছেন। ২৪ বছর বয়সে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়াকে তিনি আল্লাহর রহমত ও এলাকার মানুষের ভালোবাসার ফল হিসেবে দেখেন।

সংসদে নিজের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি জানান, মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অবমাননার বিষয়ে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান এবং আহমদিয়া সম্প্রদায়কে কাফের ঘোষণার দাবিতে তিনি বক্তব্য দিয়েছেন। ভবিষ্যতেও এসব বিষয়ে সংসদে কথা বলার চেষ্টা করবেন বলে জানান তিনি। তাঁর মতে, সংসদে পাওয়া সুযোগকে তিনি ধর্মীয় অবস্থান তুলে ধরার কাজে ব্যবহার করতে চান।

বিরোধী দলের সংসদ সদস্য হয়েও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলেছেন হানজালা। তাঁর দাবি, শিবচরে সরকার ও বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাত নেই। তবে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু পক্ষ তাঁকে বিরোধে জড়ানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ করেন তিনি। সালিশে কাউকে ধমক দেওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর ব্যাখ্যা, স্থানীয় মানুষের অনুরোধে তিনি সালিশে অংশ নেন। সেখানে ন্যায়বিচার করতে গিয়ে কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হন এবং একপর্যায়ে উচ্চবাচ্য করলে তিনি তাঁদের ধমক দেন। ঘটনাটির খণ্ডিত ভিডিও ছড়িয়ে পড়ায় পুরো বিষয়টি সামনে আসেনি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

শিবচর থেকে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও মাদক নির্মূলকে নির্বাচনী অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন এই সংসদ সদস্য। তাঁর দাবি, এলাকায় চাঁদাবাজি কমেছে এবং মাদকের কারবারও আগের তুলনায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে কর্মসংস্থানের অভাবে কিছু মানুষ মাদক ব্যবসায় জড়াচ্ছে বলে মনে করেন তিনি। এ পরিস্থিতি বদলাতে শিবচরে শিল্পকারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান। এ জন্য ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বলেও উল্লেখ করেন।

নারীদের কর্মসংস্থান নিয়েও পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন হানজালা। পর্দা বজায় রেখে নারীদের কাজের সুযোগ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি আগামী পাঁচ বছরে শিবচরের অবকাঠামো উন্নয়ন, সড়ক ও সেতু নির্মাণ এবং মানুষের চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। সরকারি বরাদ্দ যেন প্রকৃত প্রাপকের কাছে পৌঁছায়, সে বিষয়েও কাজ করার কথা বলেন তিনি।

নিজের নিরাপত্তার চেয়ে এলাকার মানুষের নিরাপত্তাকে বেশি গুরুত্ব দেন বলে জানিয়েছেন হানজালা। এ জন্য রাতেও এলাকায় ঘোরেন এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন বলে জানান তিনি। তবে পরিবারের সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে রাখতে হয় বলেও সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন এই সংসদ সদস্য।

সূত্র: এশিয়া পোস্ট।